রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ২৩, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস]

আদেশ

নং- **৪৩ /কাস্টমস/২০২৬**

তারিখ: ২ রা ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৭ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২৬।

১। (ক) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য কোনো বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারীকৃত স্থায়ী আদেশ নং-৯১/কাস্টমস/২০২৫/১২৩, তারিখ: ০২ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ বাতিলপূর্বক কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ ও এর সাথে পঠিতব্য ধারা ২৩৭ এবং ধারা ২৬৬-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ স্থায়ী আদেশ জারি করা হলো।

(খ) পচনশীল পণ্যের নিষ্পত্তি বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত এস.আর.ও নং- ২৬৯-আইন/২০২১/৪৪/কাস্টমস, তারিখ: ০৮ আগস্ট, ২০২১ (পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১) এর সংশোধিত এস.আর.ও নং ২৪-আইন/২০২৪/০৪/কাস্টমস; ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.এর বিধান প্রযোজ্য হবে। উক্ত বিধিমালায় বিধৃত নেই এমন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এই আদেশে বিধৃত বিধান প্রযোজ্য হবে।

২। সংজ্ঞা: এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) 'আইন' অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭নং আইন);

মূল্য ঃ টাকা ২৪·০০

(খ) 'আটককারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ যে সংস্থা/দপ্তর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য আটক করা হয়ে থাকে, যেমন কাস্টমস, বিজিবি, পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কোস্টগার্ড, আনসার এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত/মনোনীত অন্য যে কোনো সংস্থা;

(গ) 'এজেন্ট' অর্থ আইনের ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত এজেন্ট;

(ঘ) 'কমিশনার' অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

(ঙ) 'কাস্টমস কর্তৃপক্ষ' অর্থ কাস্টমস হাউস, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, কাস্টমস এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট, ইকোনোমিক জোন কমিশনারেট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত অন্য কোনো দপ্তর;

(চ) 'কাস্টমস কর্মকর্তা' অর্থ আইনের ধারা ৪ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৮(১) অনুযায়ী নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ছ) 'গুদাম কর্মকর্তা' অর্থ কাস্টমস গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা;

(জ) 'গ্রহণযোগ্য মূল্য"- গ্রহণযোগ্য দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্য;

(ঝ)'টেস্টিং কর্তৃপক্ষ' অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টেস্টিং প্রতিষ্ঠান যেমন: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, BCSIR, BSTI এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন: BUET, CUET, KUET, RUET, University of Dhaka, BUTEX ইত্যাদি ও বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এবং International Organization for Standardization (ISO) কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনো বেসরকারি ল্যাবরেটরি;

(ঞ) 'ধ্বংস' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ধ্বংস;

(ট) 'নিলাম' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত Live E-Auction বা ই-নিলাম। যেক্ষেত্রে ই-নিলাম সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক বা সিল্ড পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি। যেক্ষেত্রে ই-নিলামের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নিলাম সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ই-নিলাম ও সিল্ড উভয় পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ঠ) 'নিলামকারী (Auctioneer)' অর্থ নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে নিলাম পরিচালনার কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ স্থায়ী আদেশের অনুচ্ছেদ ২ এর উপানুচ্ছেদ (ড) তে বর্ণিত নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ;

(ড) 'নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার কর্তৃক নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত এক বা একাধিক কর্মকর্তা;

(ঢ) 'নিষ্পত্তি' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ণ) 'নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য' অর্থ আইনের ধারা ১৭১ (১) এর টেবিলের কলাম (৪) অনুযায়ী আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য বা অন্য কোনো আইনের অধীন চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য এবং আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য যা কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ অনুযায়ী সরকারের নিকট হস্তান্তরিত;

(ত) 'পচনশীল পণ্য' অর্থ পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ২ (১) (জ) এ সংজ্ঞায়িত পচনশীল পণ্য;

(থ) 'বন্দর কর্তৃপক্ষ' অর্থ আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, বিমানবন্দর এবং একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোনো বন্দর কর্তৃপক্ষ;

(দ) বোর্ড অর্থ আইনের ধারা ২(৩৮) এ সংজ্ঞায়িত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ধ) 'রেসপন্সিভ বিডার' (গ্রহণযোগ্য দরদাতা) অর্থ নিলামের শর্তাবলি পরিপালনপূর্বক প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ দরপত্র দাখিলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ন) 'শুল্কায়নযোগ্য মূল্য' অর্থ আইনের ধারা ২৭ এবং এর সাথে পঠিতব্য 'শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা-২০০০' অনুযায়ী নির্ধারিত কাস্টমস মূল্য;

(প) 'সংরক্ষিত মূল্য' অর্থ সংশ্লিষ্ট পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ও প্রযোজ্য শুল্ককরাদি (প্রযোজ্য অবচয়সহ);

(ফ)'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর' অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত ই-নিলাম ব্যবস্থার কার্য-পরিচালন পদ্ধতি;

(ব) 'হেফাজতকারী বা জিম্মাদার' (Custodian) অর্থ আইনের ধারা ২৩৭ এবং এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো বন্দর কর্তৃপক্ষ বা অফডক, সরকারি-বেসরকারি আইসিডিসহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে রক্ষিত পণ্যের হেফাজতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

৩। আটককৃত বা অখালাসকৃত পণ্য জমা প্রদান ও গ্রহণ পদ্ধতি:

(ক) এই আইনের আওতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত পণ্য নিকটস্থ কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করতে হবে। তবে মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, হীরা বা অনুরূপ মূল্যবান ধাতু বা জুয়েলারি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের পূর্বে স্বীকৃত যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের সনদ বা প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে সনদ বা প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে সাময়িকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাদান করা যাবে।

(খ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য যা আইনে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত কিংবা অন্যবিধ কারণে অখালাসকৃত তা হেফাজতকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দালিলিকভাবে এবং/অথবা কায়িকভাবে কাস্টমস গুদামে অথবা কাস্টমস বন্ডেড নিলাম গুদামে স্থানান্তর করতে হবে।

(গ) আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা প্রতিদিন সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত গুদামে জমা গ্রহণ করবেন। তবে, আটককৃত মূল্যবান ধাতু ও বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিদিন সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত এবং পচনশীল পণ্য অফিস সময়ের পরও গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) আটককৃত পণ্য জমা প্রদানের সময় আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩ (তিন) প্রস্থ আটক প্রতিবেদন গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা পণ্যের বাস্তব অবস্থা/বর্ণনা (মডেল, ব্র্যান্ড, আর্ট/পার্ট নম্বরসহ) পরিমাণ, মেয়াদ, আনুমানিক মূল্য, ইত্যাদি গুদাম রেজিস্টারে (জি আর) লিপিবদ্ধ করে আটক প্রতিবেদনে স্বাক্ষর ও নামীয় সিল প্রদান করবেন এবং আটক প্রতিবেদনের প্রথম কপি পণ্য জমাদানকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন এবং তৃতীয় কপি নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

৪। আটককৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি:

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, হীরা বা অনুরূপ মুল্যবান ধাতু বা জুয়েলারি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা শুল্ক গুদামে পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও গুদাম ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২১ অনুযায়ী নিকটস্থ কাস্টমস গুদামে গৃহীত হওয়ার পর জরুরিভিত্তিতে পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে বা ট্রেজারি ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ০২ (দুই) মাসের মধ্যে পণ্যের বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি না হলে মূল্যবান পণ্য নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। ব্যাংকে জমাদানের পূর্বে এ ধরনের পণ্য বিধি মোতাবেক যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মূল্যবান গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তির ধরন (নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ) অনুসারে গুদাম কর্মকর্তা তাঁর এখতিয়ারাধীন গুদামের আয়তন, পরিধি ও কাঠামো অনুযায়ী এমনভাবে সাজিয়ে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে শনাক্তকরণ বা পরিদর্শন কার্যক্রম সহজ হয়।

(গ) গুদামে আটককৃত পণ্য রাখার স্থান সংকুলান না হলে, নিকটবর্তী অন্য কোনো কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করা যাবে।

৫। আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা দাবীদারকে নোটিশ প্রদান:

(ক) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্য নিষ্পত্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা তাঁর মনোনীত এজেন্টকে পণ্য খালাস নেওয়ার বা রপ্তানি করার জন্য অথবা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও জমাকৃত পণ্যের দাবিদার থাকলে উক্ত দাবিদারকে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ০৭ (সাত) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি করতে হবে। সময়ক্ষেপণ এড়ানোর জন্য এ নোটিশ ডাক বা কুরিয়ার সার্ভিস ছাড়াও ইমেইল, পত্রিকায় প্রকাশ অথবা ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা যাবে। নোটিশ জারি করে পণ্য কায়িক পরীক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আগত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃক পণ্যচালানের মালিককে উক্ত পণ্যচালান খালাস নেয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করতে হবে। যেক্ষেত্রে পণ্যের মালিকের ঠিকানা জানা থাকে না, সে ক্ষেত্রে আমদানি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস বা এলসি স্টেশন অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙাতে হবে এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ অনুযায়ী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।

(গ) পণ্যের দাবিদারকে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ০৭ (সাত) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি ও অন্যান্য কার্যক্রম শেষে যদি সঠিক দাবিদার পাওয়া যায় তবে উক্ত দাবিদারের অনুকূলে আলোচ্য পণ্যের সকল শুল্ক করাদি বা পাওনাসহ আইনের বিধানাবলীর আলোকে অর্থদণ্ড ও জরিমানা আদায় সাপেক্ষে খালাস দেয়া যাবে।

৬। নিলাম কমিটি:

কমিশনার সংশ্লিষ্ট অ্যাডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনারকে আহ্বায়ক করে এক বা একাধিক নিলাম কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে নিলাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং গুদাম কর্মকর্তা ছাড়াও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত অন্যান্য কাস্টমস কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি অথবা বেসরকারি দপ্তর হতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি কো-অপ্ট করা যাবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব হবেন। তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) না থাকলে এতদউদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস বা অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস সদস্য-সচিব হবেন। পচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থল কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিলাম কমিটি গঠন করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থল কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা নিলাম কমিটির আহবায়ক এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হবেন।

৭। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

(১) নিলাম ব্যতীত হস্তান্তর বা অন্য উপায়ে ব্যবস্থাপনা: আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য কোনো বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্য নিলামের পূর্বে হস্তান্তরের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি (যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) অনুসরণ করে নিষ্পত্তি করতে হবে;

(ক) অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণিত পণ্যসমূহ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ (বিএমটিএফ) এর নিকট সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০% মূল্যে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিক্রয় করা যাবে।

(খ) চোরাচালানের দায়ে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত যে সকল পণ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার কর্তৃক জমা নেওয়া হয় সে সকল পণ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে জমা দিতে হবে।

(গ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পচনশীল পণ্য (চিনি, লবণ, ডাল, সয়াবিন তেল ইত্যাদি) টিসিবি ক্রয় করতে আগ্রহী হলে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে টিসিবির নিকট বিক্রয় করতে হবে।

(ঘ) অখালাসকৃত বা আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, হীরা বা অনুরূপ মূল্যবান ধাতু বা জুয়েলারি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা অনুচ্ছেদ ৪(ক) অনুযায়ী সাময়িকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করতে হবে।

(ঙ) অখালাসকৃত বা আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ যথাযথ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

(চ) অখালাসকৃত বা আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় এবং বিদেশি সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে।

(ছ) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত প্রত্নসম্পদাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় যাদুঘর বা আঞ্চলিক যাদুঘর অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হস্তান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রত্নসম্পদাদি প্রদর্শনকালে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নাম উল্লেখ করবেন।

(জ) অখালাসকৃত বা আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত প্রাণী বা প্রাণীর দেহাবশেষের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রাণী বা প্রাণীর দেহাবশেষ বিনামূল্যে হস্তান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(ঝ) অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত ঔষধের কাঁচামাল ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ঔষধ কোম্পানি (যেমন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিঃ) এর নিকট তদকর্তৃক প্রস্তাবিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে।

(ঞ) যে সকল পণ্য আমদানি নীতি বা রপ্তানি নীতি অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ অথবা পণ্যের গুণগতমান নষ্ট হইবার কারণে বা অন্য কারণে নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয় অথবা সম্ভব হয় নাই, উহা ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয়করণের লক্ষ্যে নিলাম ব্যতিরেকে কমিশনার বিশেষায়িত সংস্থা বা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিনামূল্যে হস্তান্তর করতে পারবে।

(ট) নিলামের পরও বিক্রি হয়নি এরূপ পণ্য কমিশনার সরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিলাম ব্যতীত উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত মূল্যে বিলিবন্দেজ/হস্তান্তর করা যাবে।

(ঠ) অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পচনশীল পণ্য যদি এরূপ হয় যার পর্যাপ্ত মেয়াদ রয়েছে (সর্বোচ্চ তিন মাস), কিন্তু উক্ত মেয়াদ নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে পণ্যটি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ও খাদ্যগ্রহণের উপযোগী থাকা অবস্থায় এবং শর্তসাপেক্ষে সরকারি এতিমখানার নিকট বিনামূল্যে হস্তান্তর করা যাবে।

(ড) নিলামের পরও বিক্রি হয়নি এরূপ বিপজ্জনক পণ্য এবং টেস্টিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহারের উপযোগিতা রয়েছে মর্মে প্রত্যয়নকৃত এরূপ মেয়াদোত্তীর্ণ বিপজ্জনক পণ্য বা কেমিক্যাল জাতীয় পণ্যসমূহ জনস্বার্থে উপকরণ হিসেবে এই পণ্য ব্যবহার করে এমন প্রকৃত উৎপাদনকারী/ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চুক্তির মাধ্যমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট তদকর্তৃক প্রস্তাবিত মূল্যে বিক্রয় করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সরকারি/আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) নিলামের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

(ক) নিলামযোগ্য পণ্য:

(১) উপ-অনুচ্ছেদ ৭(১) এবং ৭(৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য কোনো বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলামে বিক্রি করা যাবে। তবে বৈদেশিক মিশন, কূটনীতিক, প্রিভিলেজড পার্সন/নন প্রিভিলেজড পার্সন কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য নিলামের পূর্বে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা পাস বই ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

(২) শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের কাঁচামালসহ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা উৎপাদনকারীর সাথে সরবরাহ চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামে বিক্রয় করা যাবে।

(৩) অবাধে আমদানিযোগ্য তবে চোরাচালান বা আইনের অন্য কোনো বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত শাড়ী, থ্রিপিস, কম্বল, লুঙ্গিসহ অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে গৃহীত না হলে তা নিলামে বিক্রয় করা যাবে।

(৪) অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে (সার, বীজ, ঔষধ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত না হলে তা আমদানি নীতি আদেশের শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে নিলামে বিক্রয় করা যাবে।

(৫) নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য আদালতে বিচারাধীন থাকলে আইনের ধারা ১৭৩ উপ-ধারা (৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী নিলামে বিক্রি করা যাবে। তবে নিলামযোগ্য পণ্যের নমুনা/ছবি/ক্যাটালগ/অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি সংরক্ষণপূর্বক আদালতের অনুমতি নিয়ে নিলামে বিক্রি করতে হবে।

(খ) নিলাম পদ্ধতি:

(অ) প্রকাশ্য নিলাম:

(১) পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে:

(i) নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য পচনশীল পণ্য হলে তা দ্রুত নিলামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলামের আয়োজন করতে হবে। পচনশীল পণ্য ব্যতীত ন্যূনতম ০১ (এক) বছর মেয়াদ আছে এমন পণ্য অথবা ন্যূনতম ০১ (এক) বছর মেয়াদ আছে এমন পণ্য সম্বলিত লট দ্রুত নিলামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলামের আয়োজন করা যাবে।

(ii) কাস্টমস হাউস, ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের পরপরই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার বা বিভাগীয় কর্মকর্তা) অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট নিলামকারী কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করতে হবে; এরপর কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে এবং নিকটবর্তী স্থানে উক্ত পণ্যের বাজার থাকলে সেখানে মাইকিং করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটেও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) নিলাম অনুষ্ঠানের পূর্বেই আগ্রহী বিডারগণের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক সকল আগ্রহী বিডারগণের নিকট হতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী নির্ধারিত হারে/পরিমাণে জামানত রাখতে হবে। নিলাম কার্যক্রম শেষে উক্ত জামানত ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য হবে। প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট নিলামের পণ্য বিক্রয় করতে হবে।

(iv) নিলামকৃত পণ্যের পূর্ণমূল্য ই-পেমেন্ট অথবা 'এ চালান (Automated Challan) এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। যেক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট অথবা 'এ চালান' এর মাধ্যমে পরিশোধের সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। নিলামকৃত পণ্যের পূর্ণমূল্য প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত যাচাইকৃত ই-পেমেন্ট/ 'এ চালান'/ট্রেজারি চালানের কপিসহ সংশ্লিষ্ট কমিশনারকে অবহিত করতে হবে।

(২) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন মর্মে প্রেরিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিপজ্জনক পণ্য যা বন্দরের নিরাপত্তা ঝুঁকি ও অন্যান্য সার্বিক দিক বিবেচনায় নিলাম কমিটি কর্তৃক দ্রুত নিষ্পত্তি আবশ্যক প্রতীয়মান হয়, সেসকল বিপজ্জনক পণ্য অনুচ্ছেদ ৭(২) এর খ (অ) এ বর্ণিত উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করতে হবে।

(৩) "এক্সপ্রেস পদ্ধতির আওতাভুক্ত পণ্যচালান দ্রুত খালাসকরণ বিধিমালা, ২০২৪" এর আওতায় শুল্কায়নযোগ্য পণ্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে কমিশনার কর্তৃক দ্রুত নিষ্পত্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হলে এমন যেকোনো পণ্য উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা যাবে।

(৪) বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত ই-নিলামের মাধ্যমে পচনশীল পণ্য নিলামে বিক্রয় করা যাবে। ই-নিলাম বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের মধ্যে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে।

(আ) প্রকাশ্য নিলাম ব্যতীত নিলাম:

পচনশীল পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরে বর্ণিত পদ্ধতিতে ই-নিলাম সম্পন্ন করতে হবেঃ

(১) নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুতকরণ:

(i) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত পণ্যচালান আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস নেয়া বা রপ্তানি সম্পন্ন করা না হলে উক্ত নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তালিকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে। একইসাথে, আইন দ্বারা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ASYCUDA World System হতে তালিকা তৈরি করে নিলাম কমিটি নিলাম কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। অখালাসকৃত পণ্য চালানের তালিকা প্রস্তুত করার পর তালিকায় উল্লিখিত পণ্যচালান খালাস নেওয়ার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা তাঁর এজেন্টকে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ প্রদান করার পরও নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যচালান খালাস না নিলে ঐ সকল পণ্য ১০০% কায়িক পরীক্ষণ সাপেক্ষে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

(ii) চোরাচালান বা আইনের অন্য কোনো বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্যচালানের দাবিদার না পাওয়া গেলে বা দাবীর বিষয়টি প্রমাণিত না হলে তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যচালান নিলামের উদ্দেশ্যে লটভুক্ত করে প্রতিটি লটের বিপরীতে একটি নাম্বার প্রদান করতে হবে।

(২) পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ বা ইনভেন্ট্রি:

(i) লটভুক্তকরণ ও পণ্যের মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এর গুণগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস অথবা এতদ্ উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিলাম শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস এবং ক্ষেত্রবিশেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত দপ্তরে কর্মরত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক ইনভেন্ট্রি টিম গঠন করবেন। উক্ত টিম পণ্যচালান পরীক্ষণের দিনক্ষণ বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে বন্দর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ে পণ্য পরীক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত টিম বন্দরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিটি লটের পণ্য কায়িক পরীক্ষা করবেন এবং কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে পূর্বের কায়িক পরীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতি-পরীক্ষা (Cross-Check) করবেন এবং ইনভেন্ট্রি টিমের সদস্যদের এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করে রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস (নিলাম) অথবা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। পরীক্ষণ প্রতিবেদন সন্দেহজনক হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুনরায় পণ্যচালান পরীক্ষণ করতে পারবেন।

(ii) চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গুদামে জমাদানের সময় প্রস্তুতকৃত গুদাম রেজিস্টার (জি. আর) এর বর্ণনা ইনভেন্ট্রি হিসেবে গণ্য হবে। এ জাতীয় পণ্য যেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণে গ্রহণ করা হবে সেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক লটভুক্ত করতে হবে। তবে, পণ্য গ্রহণের পর কোনো যৌক্তিক কারণে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে মর্মে গুদাম কর্মকর্তা লিখিতভাবে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে উক্ত পণ্যচালান ইনভেন্ট্রি করা যাবে। ইনভেন্ট্রিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

(iii) প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুত করতে হবে।

(৩) ক্যাটালগ তৈরি: ইনভেন্ট্রিকৃত লটের পণ্য নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নিলামের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উক্ত তারিখের পর্যাপ্ত সময় পূর্বে লটগুলোকে নিলামের ক্যাটালগভুক্ত করার জন্য লটের তালিকা নিলামকারীকে সরবরাহ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলামকারী ক্যাটালগ তৈরি করবেন। কোনো লটের পণ্যের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা আমদানি নীতি আদেশের শর্ত পরিপালনের বিধান থাকলে তা ক্যাটালগে সংশ্লিষ্ট লটের বিপরীতে উল্লেখ করতে হবে। ই-নিলামের ক্ষেত্রে নিলামযোগ্য পণ্যের ছবি/ ক্যাটালগ (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে) ই-নিলাম সফটওয়্যার এ Upload করতে হবে।

(৪) দরদাতার যোগ্যতা: দরদাতা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, মূসক নিবন্ধন, টি আই এন সনদপত্র ও হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে। ব্যক্তি শ্রেণীর দরদাতার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএন সনদ ও হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

(৫) সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ: (ক) আমদানির পর প্রথম বছর ব্যতিরেকে পরবর্তী বছর হতে বছরভিত্তিক ১০% হারে সর্বোচ্চ ৮০%পর্যন্ত সরলরৈখিক পদ্ধতিতে পণ্য মূল্যের উপর অবচয় সুবিধা প্রদান করে সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) উপর্যুক্ত উপানুচ্ছেদ (ক)-তে যা কিছুই থাকুক না কেন, পণ্যের গুণগতমান, আমদানিকাল ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে যেকোনো পরিমাণ অবচয় সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(৬) নিলাম অনুষ্ঠানের প্রচার: নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নির্দেশক্রমে নিলামকারী নিলাম অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে অন্ততঃ ১ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং ১ টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখ, ক্যাটালগ প্রদানের তারিখ ও ক্যাটালগের মূল্য, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ ও সময়সহ নিলামের অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। তবে, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখের কমপক্ষে ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে হতে হবে এবং নিলাম অনুষ্ঠানের ০২ (দুই) দিন পূর্বে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর উক্ত বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট নিলামকারী উপস্থাপন করবেন।

(৭) নিলামযোগ্য পণ্যের জামানতের পরিমাণ:

(ক) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাকে প্রত্যেক লটের বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্যের ৫ শতাংশ হারে ফেরতযোগ্য জামানত ই-পেমেন্টের মাধ্যমে কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত একাউন্টে জমা প্রদান করে নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(খ) ই-নিলাম ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষিত মূল্যের ৫ শতাংশ হারে ফেরতযোগ্য জামানত দরপত্র দাখিলের সময় পে-অর্ডার, ই-পেমেন্ট বা অন্য কোনো যাচাইযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা দিয়ে দরপত্রের সাথে প্রমাণক দাখিল করতে হবে [পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী] ।

(৮) নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা: বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে নিলামকারী নিলাম শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস ও হেফাজতকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সহযোগিতায় আগ্রহী ক্রেতাদের লটভুক্ত পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(৯) নিলাম অনুষ্ঠান:

(i) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ/ নিলামকারী নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-নিলাম পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে বোর্ড একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর জারি করবে।

(ii) অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিলামে অংশগ্রহণকারীদের জামানতসহ দরপত্র দাখিলের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক অফিসে নিলাম বাক্স স্থাপন করতে হবে। দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় শেষে দ্রুততম সময়ে নিলামকারী নিজ দায়িত্বে সকল নিলাম বাক্স সিলগালা করে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট আনবেন। অতঃপর নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে প্রতিটি বাক্স খুলতে হবে। প্রতিটি লটের বিপরীতে প্রাপ্ত দরমূল্য উদ্ধৃত করে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিবরণী তৈরি করতে হবে। উক্ত বিবরণীতে এতদ্ উদ্দেশ্যে নিলামকারী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা এবং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করবেন।

(iii) ই-নিলাম এর ক্ষেত্রে সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তূলনামূলক বিবরণী তৈরী করবে। বিডারগণ সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন দরদাতার শুধুমাত্র উদ্ধৃত মূল্য দেখার সুযোগ পাবেন এবং নিলাম চলাকালীন সময়ে একাধিকবার দরমূল্য পরিবর্তন করতে পারবেন।

(১০) নিলাম কমিটির সুপারিশ:

(i) ই-নিলাম এর ক্ষেত্রে ১ম নিলামই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে। ই-নিলাম সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরদাতাদের তুলনামূলক তালিকা প্রস্তুত করবে। তবে এক্ষেত্রে নিলাম কমিটি সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য দরদাতা নির্ধারণ করে অনতিবিলম্বে কমিশনারের নিকট নিলাম অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবে।

(ii) অনিবার্য কারণবশতঃ ই-নিলাম সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে, প্রচলিত পদ্ধতিতে নিলাম কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিলাম অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কমিশনারের নিকট সুপারিশ করার জন্য নিলাম কমিটি সংরক্ষিত মূল্য, প্রাপ্ত দরমূল্য ও অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই করে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নরূপ পন্থা অবলম্বন করবেন:

(ক) প্রথম নিলামে লটের বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্যের কমপক্ষে ৬০% দরপ্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য কোনো মূল্যসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করতে হবে;

(খ) প্রথম নিলামে ন্যূনতম ৬০% দরপ্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য কোনো মূল্য না পাওয়া গেলে তা দ্বিতীয় নিলামে তুলতে হবে। দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলামে প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করতে হবে।

(গ) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামে পণ্য বিক্রি না হলে তা তৃতীয় নিলামে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় নিলামে যে গ্রহণযোগ্য মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যেই সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করতে হবে। তবে, কোনো নিলামে গ্রহণযোগ্য দরদাতা পাওয়া না গেলে কিংবা কোনো কারণে নিলামে বিক্রিত পণ্য খালাস প্রদান করা না গেলে সেক্ষেত্রে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) যদি কোনো কারণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিলামে পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব না হয় তবে সে ক্ষেত্রে মেগালট তৈরির মাধ্যমে পরবর্তী নিলামে তোলার জন্য নিলাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবিক্রিত পণ্যচালানসমূহ মেগালট তৈরির মাধ্যমে নিলামে তোলার জন্য নিলাম কমিটি সুপারিশ করবে।

(ঙ) নিলামে বিক্রয়যোগ্য পণ্য খালাসের পূর্বে আমদানি নীতি আদেশের বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো আইনের শর্ত পরিপালন প্রয়োজন হলে সে সকল শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে পণ্য খালাসযোগ্য হবে মর্মে সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত ক্ষেত্রে বিক্রয়াদেশ প্রাপ্ত দরদাতা সকল খরচ বহন করবেন।

(১১) নিলাম অনুমোদন:

(i) নিলাম কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার নিলাম কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করবেন অথবা যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক আইনানুগ অন্য যে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন।

(ii) নিলাম অনুমোদনের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিডারের অনুকূলে বিক্রয়াদেশ (পরিশিষ্ট-২) প্রদান করতে হবে। তবে যৌক্তিক কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয়াদেশ প্রদান সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনার উক্ত সময়সীমা আরও ০২ (দুই) কার্যদিবস বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(১২) অনুমোদিত লট অবহিতকরণ: কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত লটসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ই-নিলামের ক্ষেত্রে বিডার ই-মেইলের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানতে পারবেন।

(১৩) নিলাম স্থগিতকরণ এবং আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের অনুকূলে পণ্য ছাড় প্রদান:

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে বা অনিবার্য কোনো কারণে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কারণ উল্লেখ করে নিলাম স্থগিত করতে পারবেন;

(খ) নিলাম স্থগিতকরণ বিষয়ে আদালত বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকলে সে মোতাবেক নিলাম স্থগিত করা যাবে;

(গ) প্রতিবার নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারির পূর্ব পর্যন্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্য খালাসের আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা ন্যায়-নির্ণয়ন সাপেক্ষে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খালাসের অনুমতি প্রদান করবেন। পণ্যচালান নিলামের জন্য

ক্যাটালগভুক্ত হওয়ার পর বিক্রয়াদেশ জারীর পূর্ব পর্যন্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্য খালাসের আবেদন করলে কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক নিলামের ক্যাটালগ হতে উক্ত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট লট প্রত্যাহার করে সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা ন্যায়-নির্ণয়ন সাপেক্ষে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খালাসের অনুমতি প্রদান করবেন। তবে, আমদানি নীতি আদেশে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো আইনে উল্লিখিত শর্তযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তর হতে অনাপত্তি বা পারমিট প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে অথবা অন্য যৌক্তিক কারণে পণ্য খালাসে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হলে সেক্ষেত্রে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা ন্যায়-নির্ণয়ন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট পণ্যচালান খালাসের অনুমতি দিতে পারবেন;

(ঘ) বিক্রয়াদেশ জারির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিডার পণ্য ডেলিভারি নিতে বিরত থাকলে বিডার কর্তৃক প্রদত্ত জামানত বাজেয়াপ্তকরণপূর্বক উক্ত পণ্যচালান পরবর্তী নিলামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের অনুকূলে পণ্যচালান খালাসের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৩(গ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(১৪) অনুমোদিত লটের পণ্য হস্তান্তর:

(ক) অনুমোদিত লটসমূহের বিক্রয়াদেশ কাস্টমস হাউস/কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য উৎসে আয়কর ও উৎসে মূসকসহ দরমূল্য পরিশোধ করতে হবে (পরিশিষ্ট-২)। তবে আমদানি নীতি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের শর্ত পরিপালন প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য উৎসে আয়কর ও উৎসে মূসকসহ দরমূল্য পরিশোধ করতে হবে । উল্লেখ্য যে, কোনো কারণে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রাপ্তি সম্ভব না হলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম/ অতিরিক্ত কমিশনারকে অবহিত করতে হবে। বিডারের আবেদনের প্রেক্ষিতে যুগ্ম/ অতিরিক্ত কমিশনার যৌক্তিক সময় পর্যন্ত দরমূল্য পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন। দরমূল্য পরিশোধিত হওয়ার পর ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিডারের অনুকূলে ডেলিভারি অর্ডার (পরিশিষ্ট- ৩) ইস্যু করতে হবে।

(খ) পণ্য ডেলিভারি পর্যায়ে নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস পণ্য হস্তান্তর কার্যক্রম তদারকি করবেন এবং পণ্য হস্তান্তর করে অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(গ) ডেলিভারি অর্ডার ইস্যুর পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে পণ্য খালাস নিতে হবে। যদি বিডার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন তবে সেক্ষেত্রে তিনি কারণ উল্লেখপূর্বক যুগ্ম/ অতিরিক্ত কমিশনারের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুগ্ম/ অতিরিক্ত কমিশনার যৌক্তিক সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(ঘ) যুগ্ম/ অতিরিক্ত কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও বিডার পণ্য গ্রহণ না করলে কমিশনার বিক্রয় অনুমোদন বাতিল করে বিডারের জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন।

(ঙ) বিক্রয়াদেশ বাতিলকৃত পণ্য পুনরায় নতুনভাবে ক্যাটালগভুক্ত করে নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) চার্জ পরিশোধ:

নিলামে প্রাপ্ত অর্থ আইনের ধারা ২৩৭ এর বিধান অনুযায়ী নিম্নরূপে বণ্টন করতে হবে-

(ক) প্রথমত, বিক্রয়ের ব্যয়সমূহ (নিলামকারীর কমিশন বা অন্য ব্যয়) পরিশোধ করতে হবে।

(খ) অতঃপর, পণ্যের উপর প্রদেয় ফ্রেইট অথবা অন্যান্য চার্জসমূহ (জাহাজ, অন্যান্য যানবাহন ও কন্টেইনারের ভাড়া যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে।

(গ) অতঃপর, উক্ত পণ্যের উপর সরকারকে প্রদেয় কাস্টমস-শুল্ক, অন্যান্য কর এবং পাওনা/dues পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) অতঃপর, উক্ত পণ্য হেফাজতকারী বা জিম্মাদার (Custodian) এর পাওনা চার্জসমূহ পরিশোধ করতে হবে।

(ঙ) অবশিষ্ট, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান করা যাবে।

(১৬) নিলাম কার্যক্রম বিঘ্নিত করার শাস্তি:

নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিলাম কার্যক্রমে প্রকার বাধা প্রদান করলে; মিথ্যা তথ্য প্রদান, ভুয়া/জাল দলিলাদি দাখিল করলে; নির্ধারিত সময়ে জামানত প্রদানে ব্যর্থ হলে; নিলামে অংশগ্রহণকারী অন্য অংশগ্রহণকারীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলে এবং তা প্রমাণিত হলে উক্ত অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। এছাড়াও, ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিলাম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিলামকারীর গাফিলতি পাওয়া গেলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

(৩) ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি:

(ক) ধ্বংসযোগ্য পণ্য: নিম্নলিখিত পণ্যসমূহ ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে-

(১) অখালাসকৃত বা আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব না হলে;

(২) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নিকট বিক্রয় সম্ভব না হলে;

(৩) আমদানি নীতি আদেশ, ও রপ্তানি নীতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন মোতাবেক আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য/রপ্তানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য/ রপ্তানিযোগ্য অখালাসকৃত বা আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য;

(৪) আইনের ধারা ১৭ এ উল্লিখিত আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য;

(খ) ধ্বংস কমিটি: (১) দফা (ক) এ বর্ণিত ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য নিম্নরূপে কমিটি গঠন করতে হবে—

(১)	কাস্টমস হাউস বা ভ্যাট কমিশনারেট এর জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
(২)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	পুলিশ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত সহকারী পুলিশ সুপার/সম পদ মর্যাদার বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ/ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (নবম গ্রেডের নিম্ন নন)	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (নবম গ্রেডের নিম্ন নন) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৬)	বিজিবি/কোস্টগার্ড এর সহকারী পরিচালকের নিম্নে নন এমন একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের নিম্নে নন এমন একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের নিম্নে নন এমন একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে))	সদস্য
(৯)	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত (নবম গ্রেডের নিম্ন নন) একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(১০)	অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম)	সদস্য সচিব

(২) তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির আহবায়ক পরিস্থিতির প্রয়োজন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(৩) উপর্যুক্ত কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে এবং ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

(গ) ধ্বংস পদ্ধতি: সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/কমিশনারেটের নিলাম শাখা ইনভেন্ট্রিপূর্বক ধ্বংসযোগ্য মালামালের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রনয়ণ করে নিলাম কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে এবং নিলাম কমিটি উক্ত তালিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ করবে। তালিকায় পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, ব্র্যান্ড, মডেল, আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর, তৈরীসন, তৈরীদেশ, মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি যথাসম্ভব উল্লেখ থাকতে হবে। তালিকা প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ তালিকার প্রতিটি পাতায় নামীয়

সিলসহ স্বাক্ষর করবেন এবং উক্ত তালিকাটি সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অতঃপর ধ্বংস কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে ধ্বংসের স্থান নির্ধারণ করবেন অথবা ধ্বংস কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে পণ্য ধ্বংসের স্থান ও দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পূর্বে ধ্বংস কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবেন। নির্ধারিত সময়ে ধ্বংসযোগ্য পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রচলিত আইন/বিধি ও ধ্বংস পদ্ধতি অনুসরণ করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত সংস্থার মাধ্যমে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসকালে কমিটির সদস্য উপস্থিত না থাকলে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসের পর পণ্যের তালিকাটি ধ্বংস কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ প্রতিস্বাক্ষর করবেন এবং ধ্বংস কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর দাখিল করবেন।

৮। এই আদেশ মোতাবেক নিয়মিতভাবে নিলাম এবং ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিলাম শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

৯। এই আদেশের কোনো বিষয়ের সাথে আইন বা কোনো বিধিতে উল্লিখিত বিধানের বৈসাদৃশ্য বা অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধির বিধান প্রাধান্য পাবে।

১০। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পরিশিষ্ট - ১

জামানত জমা

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	নিলামের লট নং	নিলামের তারিখ	দরদাতার নাম, ঠিকানা, এনআইডি নং ও টেলিফোন নং	জামানতের পরিমাণ (সংরক্ষিত মূল্যের ৫ শতাংশ হারে)	জামানত প্রদানের মাধ্যম (ই-পেমেন্ট, এ চালান, ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার)	ই-পেমেন্ট/এ চালান/ট্রেজারি চালান/ পে-অর্ডার নং তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

পরিশিষ্ট - ২

বিক্রয়াদেশ

ইস্যু নং------------------ তারিখ:

প্রাপক : ....

০১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ নং-............, তারিখ: .... খ্রি: মোতাবেক অনুষ্ঠিত নিলাম নং- ......, তারিখ: .... খ্রি. এর লট নং...... এর বিপরীতে আপনি সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য দরদাতা বলে বিবেচিত হওয়ায় আপনার অনুকূলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আমদানি নীতি আদেশ ও অন্যান্য আইনের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিক্রয়াদেশ জারি করা হলো।

০২। আপনাকে দরমূল্য বাবদ .... টাকা একাউন্ট নং-------------, ভ্যাট ১৫% বাবদ ট্রেজারি কোড নং-......... এবং এআইটি ১০% বাবদ ট্রেজারি কোড নং...... এ পরিশোধপূর্বক পণ্যচালানটি খালাস গ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। নির্ধারিত সময় ৭(সাত) কার্যাদিবসের মধ্যে সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-.................., তারিখ-............... এর অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী আপনার অনুকূলে জারীকৃত বিক্রয় আদেশ বাতিলপূর্বক আপনার জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(-------------)

অ্যাসিস্ট্যান্ট/ ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

জয়েন্ট/অ্যাডিশনাল কমিশনার অব
কাস্টমস এর পক্ষে

পরিশিষ্ট - ৩

ডেলিভারী অর্ডার

ইস্যু নং--------------- তারিখ:

০১। আপনি নিলাম নং: --------- তারিখ: ১৬/০৪/২০২৬ খ্রি. অনুষ্ঠিত নিলামের পণ্য পরিদর্শনপূর্বক ও যাবতীয় শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে লট নংঃ--------------- এর বিপরীতে দরপত্র দাখিল করেন এবং সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য দরদাতা হিসাবে সর্বোচ্চ দরমূল্য বাবদ --------- টাকা, যার চালান নম্বর-...... তারিখ: -------- খ্রি., ভ্যাট বাবদ --------- টাকা, যার চালান নম্বর-...... তারিখ: -------- খ্রি. ও এআইটি বাবদ ----------- টাকা, যার চালান নম্বর-...... তারিখ: -------- খ্রি. এর মাধ্যমে পরিশোধ করেন, যা অত্র দপ্তর কতৃর্ক যাচাই করে সঠিক পাওয়া যায়।

০২। এমতাবস্থায়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য দরদাতা হিসাবে লটনং------------ এর বিপরীতে আপনাকে মালামাল হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করা হলো। ৩ (তিন) কার্যাদিবসের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ না করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং- ...., তারিখ-............... এর অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী আপনার অনুকূলে জারীকৃত ডেলিভারী অর্ডার বাতিলপূর্বক আপনার জমাকৃত অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

০৩।নিলাম সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলি বলবৎ থাকবে।

প্রাপক: ......

(-------------)
রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস
অ্যাসিস্ট্যান্ট/ ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস এর পক্ষে

পরিশিষ্ট - ৪

পণ্যের তালিকা

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ
১	চা, কফি, কফিমেট, সকল ধরণের চকোলেট, চুইংগাম, কোকো পাউডার
২	চিনি, আটা, ময়দা, সুজি, পাউডার দুধ
৩	সকল প্রকার মসলা
৪	পাস্তা, সকল প্রকার সস, ফ্রোজেনফুড, জ্যাম, জেলি
৫	নন-এলকোহোলিক ড্রিংক্স, ফ্রুটজুস, বেভারেজ আইটেম
৬	সকল প্রকার ফুড ফ্লেভার

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ
৭	সকল প্রকার ভোজ্যতেল
৮	বিভিন্ন প্রকার বেভারেজ আইটেম তৈরীতে প্রয়োজনীয় পাল্প
৯	সকল প্রকার পশু ও মাছের খাদ্য এবং খাদ্য তৈরী করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ
১০	সকল প্রকার লবণ
১১	সকল প্রকার ন্যাচারাল ও আর্টিফিশিয়াল পাথর, মার্বেল চিপস, গ্রানাইট, পাকুর স্টোন, চুনাপাথর, ক্রাশড-স্টোন
১২	কয়লা
১৩	সকল প্রকার এসিড
১৪	বিভিন্ন প্রকার মেডিকেল রিএজেন্ট
১৫	গার্মেন্টেসে ডাইং ও ওয়াশিং-এর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কেমিক্যাল
১৬	সকল প্রকার কসমেটিক্স এবং কসমেটিক্স তৈরীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ
১৭	সকল প্রকার সার ও কীটনাশক
১৮	সকল প্রকার প্লাস্টিক রেজিন, পিপি দানা, ফুডগ্রেড বোতল তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ, অন্যান্য প্লাস্টিক আইটেম তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ
১৯	সকল প্রকার ফয়েল পেপার
২০	সকল প্রকার প্লাস্টিক শীট, প্লেট ও ফিল্ম
২১	প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ
২২	সকল প্রকার সার্জিকাল গ্লাভস এবং সকল প্রকার গ্লু
২৩	সকল প্রকার বিদেশী সিগারেট
২৪	প্রসেসড, সেমি-প্রসেসড সকল প্রকার চামড়া
২৫	চামড়ার ব্যাগ, জ্যাকেট, বেল্ট
২৬	সকল প্রকার টিম্বার, উড, বোর্ড এবং কাঠের তৈরী যেকোন আইটেম
২৭	উড পাল্প

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ
২৮	সকল প্রকার কাগজ এবং পেপারবোর্ড
২৯	সকল প্রকার সুতা
৩০	সকল প্রকার ফেব্রিক্স
৩১	সকল প্রকার জামা-কাপড়
৩২	সকল প্রকার জুতা ও জুতা তৈরির উপকরণ
৩৩	সকল প্রকার হেডগিয়ার
৩৪	ছাতা ও ছাতা তৈরীর উপকরণ
৩৫	বিভিন্ন প্রকার টাইলস ও স্যানিটারী আইটেম
৩৬	সকল প্রকার সিরামিক আইটেম
৩৭	সকল প্রকার কোল্ড রোলড ও হট রোলড কয়েল
৩৮	জিংক ও এ্যালুমিনিয়াম ইনগট
৩৯	সকল প্রকার মেটাল স্ক্র্যাপ
৪০	সকল প্রকার ইম্পোর্ট কন্টেইনার
৪১	সকল প্রকার মেটাল (কপার, এ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, স্টিল) ওয়্যার
৪২	সকল প্রকার পাইপ, টিউব, নাট-বোল্ট
৪৩	প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং আইটেম
৪৪	সকল প্রকার ইলেকট্রিক ও নন-ইলেকট্রিক মেশিনারিস এবং এর পার্টস
৪৫	এসি, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশনসহ সকল প্রকার ডোমেস্টিক এপ্লায়েন্স এবং এর পার্টস
৪৬	সোলার প্যানেল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইটেম
৪৭	সকল প্রকার মোবাইল ও এর পার্টস এন্ড এক্সেসরিস
৪৮	সকল প্রকার ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক এবং নন-ইলেকট্রনিক ডিভাইস
৪৯	সকল প্রকার লাইট, এলইডি স্ট্রিপ, সুইচ, সকেট, এবং এইগুলা তৈরীতে প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ
৫০	সকল প্রকার যানবাহন ও এর যন্ত্রাংশ
৫১	সকল প্রকার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এবং এক্সেসরীস
৫২	সকল প্রকার ফার্নিচার এবং এর পার্টস
৫৩	প্রতিষ্ঠানের আবেদনক্রমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন পণ্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আহসান হাবিব
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd